০৯-০১-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

" মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা এই পাঠশালায় এসেছ নিজের ভাগ্য উচ্চ বানাতে, তোমাদের নিরাকার বাবার কাছে পড়াশোনা করে রাজার রাজা হতে হবে"

প্রশ্নঃ- অনেক ভাগ্যবান বাচ্চারা আছে কিন্তু তারা দুর্ভাগ্যশালী হয়ে যায় কিভাবে ?

উত্তর :- সেই বাচ্চারা ভাগ্যবান হয় -- যাদের কোনো কর্মবন্ধন নেই অর্থাৎ কর্ম বন্ধনমুক্ত হয়। কিন্তু তবুও যদি পড়াশোনায় একাগ্রতা না থাকে , বুদ্ধি দিকবিদিকে ঘুরতে থাকে , একমাত্র বাবা যাঁর কাছে অসীমের অধিকার প্রাপ্ত হয় তাঁকে স্মরণ করেনা তবে তারা ভাগ্যবান হওয়া সত্ত্বেও তাদের দুর্ভাগ্যাশালী বলা হবে ।

প্রশ্নঃ- শ্রীমতে কি কি রস ভরা আছে ?

উত্তর :- একমাত্র শ্রীমতেই মাতা পিতা, শিক্ষক , গুরু সবার মতামত একত্রে আছে। শ্রীমৎ হল স্যাকারিনের মতন, যার মধ্যে এইসব রস ভরা আছে ।

গান : ভাগ্য উদয় করে এসেছি ....।

ওম্ শান্তি। শিব ভগবানুবাচ, মানুষ যখন গীতা শোনান তখন কৃষ্ণের নাম নিয়ে শোনানো হয়। এখানে তো যা শোনানো হয় তাতেই বলা হয় শিব ভগবানুবাচ। নিজেও বলতে পারেন যে শিব ভগবানুবাচ কারণ শিববাবা নিজেই বলেন। দুজনে একসাথেও বলতে পারে। বাচ্চারা তো দুজনেরই। পুত্র ও কন্যা দুজনেই বসে আছে। তাই বলা হয় বাচ্চারা বুঝতে পারো যে কে পড়াচ্ছেন ? বলবে বাপদাদা পড়াচ্ছেন। বাবা বড়কে এবং দাদা ছোটকে অর্থাৎ ভাইকে বলা হয় । সুতরাং বাপদাদা একত্রে বলা হয়। এখন বাচ্চারাও জানে যে আমরা হলাম স্টুডেন্ট, স্কুলে স্টুডেন্টরা বসেই আছে উঁচু ভাগ্য নির্মাণের উদ্দেশ্যে যে আমরা পড়াশোনা করে অমুক পরীক্ষা পাস করব। সেসব দৈহিক পরীক্ষা তো অনেক হয়। এখানে বাচ্চারা তোমাদের হৃদয়ে রয়েছে যে আমাদের বেহদের পিতা পরম পিতা পরমাত্মা পড়াচ্ছেন। পিতা এঁনাকে অর্থাৎ ব্রহ্মাকে বলা হয় না। নিরাকার পিতা বোঝান , তোমরা জানো আমরা বাবার কাছে রাজ যোগের শিক্ষা গ্রহণ করে রাজার রাজা হই। রাজাও হয় আবার রাজার রাজাও হয়। যারা রাজার রাজা হয় তাদেরকে রাজারা পূজো অর্চনা করে। এই নিয়ম ভারত খন্ডেই প্রচলিত। পতিত রাজারা পবিত্র রাজাদের পূজো করে। বাবা বোঝান যে মহারাজা বিশাল সম্পত্তির অধিকারীকে বলা হয়। রাজারা ছোট হয়। আজকাল তো কোনো কোনো রাজার মহারাজাদের চেয়ে বেশি সম্পত্তি থাকে। কোনো ধনী ব্যক্তির কাছে রাজাদের চেয়েও বেশি সম্পত্তি থাকে। সেখানে এমন অনিয়ম হয়না। সেখানে তো সবকিছু নিয়ম অনুযায়ী হয়। বড় মহারাজাদের কাছে বিশাল সম্পত্তি হবে। তাই তোমরা বাচ্চারা জানো আমাদের বেহদের বাবা বসে পড়ান। পরমাত্মা ছাড়া রাজার রাজা, স্বর্গের মালিক কেউ করতে পারেনা। স্বর্গের রচয়িতা হলেন নিরাকার পিতা। ওঁনার নামও গায়ন হয় হেভেনলী গড ফাদার। বাবা বোঝান আমি তোমাদের আবার স্ব রাজ্য প্রদান করে রাজার রাজা করি। এখন তোমরা জানো আমরা ভাগ্য উদয় করে এসেছি, বেহদের বাবার কাছে রাজার রাজা হতে। কত খুশীর কথা। খুবই কঠিন পরীক্ষা। বাবা বলেন শ্রীমৎ

অনুযায়ী চলো, এতে মাতা পিতা, শিক্ষক, গুরু ইত্যাদি সবার মতামত একত্রে আছে। সবার স্যাকারিন হয়ে রয়েছে। সবার রস একের মধ্যে ভরা আছে। সবার প্রিয়তম একজনই। পতিত থেকে পবিত্র করেন, তিনি হলেন পিতা। গুরুনানকও পিতার মহিমা করেছেন তাই নিশ্চয়ই ওঁনাকে স্মরণ করতে হবে। প্রথমে নিজের কাছে নিয়ে যাবেন তারপরে পবিত্র দুনিয়ায় পাঠিয়ে দেবেন। কেউ যদি আসে তাকে বোঝাতে হবে -- এ হল গডলি কলেজ । ভগবানুবাচ , অন্য কোনো স্কুলে তো ভগবানুবাচ বলা হবেনা। ভগবান হলেন নিরাকার জ্ঞানের সাগর, মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, বাচ্চারা তোমাদের বসে পড়াই । এ হল গডলি নলেজ। সরস্বতীকে বিদ্যার দেবী বলা হয়। সুতরাং গডলি নলেজ দ্বারা দেবী দেবতায় পরিণত হওয়া যায়। ব্যারিস্টারি নলেজ দ্বারা ব্যারিস্টার-ই হবে। এ হল গডলি নলেজ। সরস্বতীকে ভগবান জ্ঞান প্রদান করেন। তাহলে যেমন সরস্বতী হলেন বিদ্যার দেবী তেমনই তোমরা বাচ্চারাও তাই হও। সরস্বতীর অনেক সন্তান কিনা। তবে তো প্রত্যেকে জ্ঞানের দেবী হবে, সেরকম তো হতে পারেনা। এই সময়ে নিজেকে ভগবতী বলা যাবেনা। সেখানেও তো দেবী দেবতা বলা হবে। ভগবান জ্ঞান দিয়ে থাকেন। এমন ভাবে পাঠ পড়ান। বিরাট পদ মর্যাদা দেন। বাকি দেবতারা ভগবান ভগবতী হতে পারেনা। এই মাতা পিতা তো যেমন ভগবান ভগবতী হয়ে যান। কিন্তু হয়না তাইনা। নিরাকার বাবাকে গড ফাদার বলবে। এই সাকারকে গড থোড়াই বলা হবে। এইসব অনেক গুহ্য কথা। আত্মা ও পরমাত্মার রূপ এবং সম্বন্ধ কতখানি গুহ্য কথা। সেসব দৈহিক সম্বন্ধ কাকা, চাচা, মামা ইত্যাদি তো অনেক সাধারণ। এ হল রুহানী সম্বন্ধ। বোঝানোর জন্যে অনেক যুক্তি চাই। মাতা পিতা শব্দ গাওয়া হয় তো নিশ্চয়ই কোনো অর্থ তো হবে তাইনা। সেই কথাটি অবিনাশী হয়ে যায়। ভক্তিমার্গেও চলে আসে। তোমরা বাচ্চারা জানো যে আমরা স্কুলে বসে আছি। যিনি পড়াচ্ছেন তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর। এঁনার আত্মাও পড়ছেন। এই আত্মার অর্থাৎ ব্রহ্মাবাবার পিতা হলেন পরমাত্মা , যিনি সকলের পিতা, তিনি-ই পড়ান। ওঁনার গর্ভে আসার নয় , তাহলে জ্ঞান দেবেন কিভাবে। কিছু ভুল হবে তবেই তো বাবা এসে সেই ভুল করেক্ট করে অভুল করবেন। নিরাকারকে না জানার দরুন সবাই কনফিউজড হয়েছে। বাবা বোঝান আমি তোমাদের বেহদের পিতা বেহদের অধিকার প্রদান করি। লক্ষ্মী নারায়ণ স্বর্গের মালিক কিভাবে হয়েছেন , সেসব কেউ জানেনা। নিশ্চয়ই কেউ তো কর্ম শিখিয়েছেন , তিনি নিশ্চয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ হবেন যিনি এত উঁচু পদ প্রাপ্তি করান। মানুষ কিছুই জানেনা। বাবা কত ভালোবেসে বোঝান , তিনি কত উঁচু অথরিটি। সম্পূর্ণ দুনিয়াকে পতিত থেকে পবিত্র করার মালিক হলেন তিনি। বোঝান যে এ হল তৈরি করা ড্রামা। তোমাদের চক্র লাগাতে হবে। এই ক্রিয়েশন কেউ জানেনা। ড্রামায় আমরা এক্টর হই কিভাবে , এই চক্র কিভাবে ঘোরে, দুঃখধামকে সুখধামে কে পরিণত করে , এইসব তোমরা জানো। তোমাদের সুখধামের জন্যে পড়াই। তোমরাই ২১ জন্মের জন্যে সদা সুখী হও আর কেউ সেখানে যেতে পারেনা। সুখধামে নিশ্চয়ই কম মানুষ হবে। বোঝানোর জন্যে পয়েন্ট অনেক ভালো চাই। বলে তো বাবা আমরা তোমার আপন, কিন্তু পুরোপুরি আপন হতে সময় লাগে। কারো কর্ম বন্ধন শীঘ্র মিটে যায় , কারো সময় লাগে। এমন অনেক ভাগ্যবান আছে যাদের কর্ম বন্ধন নেই , কিন্তু পড়াশোনায় অ্যাটেনশন দেয়না তখন তাদের বলা হয় দুর্ভাগ্যশালী। পুত্র, পৌত্র সকল সন্তানদের দিকে বুদ্ধি চলে যায়। এখানে তো একজনকেই স্মরণ করতে হয়। বিরাট অধিকার প্রাপ্ত হয়। তোমরা জানো আমরা রাজাদের রাজা হই । পতিত রাজা কিভাবে হয় এবং পবিত্র রাজার রাজা কিভাবে হয় , সেসবও বাবা তোমাদের বোঝান। আমি নিজেই এসে রাজার রাজা স্বর্গের মালিক করি -- এই রাজ যোগের দ্বারা। তারা দান করে পতিত রাজা হয়। তাদের আমি তৈরি করিনা। তারা অনেক দানী হয়। দান করলে রাজার কুলে জন্ম হয়। আমি তো ২১ জন্মের জন্যে তোমাদের সুখ প্রদান করি। তারা তো

একটি জন্মের জন্যে রাজা হয় তবু পতিত দুঃখী থাকে। আমি এসে বাচ্চাদের পবিত্র করি। মানুষ ভাবে শুধুমাত্র গঙ্গা স্নান করলে পবিত্র হওয়া যায় তাই কত ধাক্কা খায়। গঙ্গা যমুনার কত মহিমা গায়ন করে। আসলে মহিমার কোনো ব্যাপারই নেই। জল আসে সাগর থেকে। এমনিতে তো অনেক নদী আছে। বিদেশে নদী তৈরি করা হয়, কি এমন বড় কথা। জ্ঞান সাগর ও জ্ঞান গঙ্গা যে কে, সেসব কেউ জানেনা। শক্তিরা কি করেছে কিছুই জানেনা। বাস্তবে জ্ঞান গঙ্গা বা জ্ঞান সরস্বতী হলেন ইনি জগদম্বা। মানুষ তো যেন জঙ্গল বাসী। একেবারেই বুদ্ধি হীন, অবোধ। বাবা এসে বুদ্ধিহীন থেকে বুদ্ধিমান করেন। তোমরা বলতে পারো এদের রাজার রাজা কে করেছেন। গীতায়ও লেখা আছে আমি রাজার রাজা করি। মানুষ তো সেসব জানেনা। আমরা নিজেরাও জানতাম না। ইনি যে নিজেই এইরকম ছিলেন না, এখন নয় , ইনি-ই জানতেন না তবে অন্যরা কিভাবে জানবে। সর্বব্যাপীর জ্ঞানে কিছুই নেই , যোগ লাগানো হবে কার সঙ্গে , আহবান করা হবে কাকে ? নিজেই যদি খোদা তাহলে প্রার্থনা কার করবে ! খুবই আশ্চর্যের । যারা অনেক ভক্তি করে তাদের অনেক মান । ভক্ত মালাও আছে না! জ্ঞান মালা হল রুদ্র মালা। এ হল ভক্ত মালা। সেটা হল নিরাকারী মালা। সব আত্মারা সেখানে থাকে। তাদের মধ্যেও প্রথম নম্বর আত্মাটি কে ? যে নম্বর ওয়ানে যায় , সরস্বতীর আত্মা বা ব্রহ্মার আত্মা একনম্বরে পড়াশোনা করে। এ হল আত্মার কথা। ভক্তি মার্গে সবই হল দৈহিক কথাবার্তা, অমুক ভক্ত এইরকম ছিল , তার দেহের নামই জানবে লোকে। তোমরা মানুষকে বলবেনা। তোমরা জানো ব্রহ্মার আত্মা কোন্ রূপে রূপান্তর হয়। তিনি গিয়ে শরীর ধারণ করে রাজার রাজা হয়ে যান। আত্মা শরীরে প্রবেশ করে রাজত্ব করে। এখন তো রাজা নয়। রাজত্ব করে তো আত্মা তাইনা। আমি রাজা, আমি আত্মা , এই শরীরের মালিক। আমি আত্মা শরীরের নাম শ্রী নারায়ণ ধারণ করে রাজত্ব করব। আত্মা-ই শোনে এবং ধারণ করে। আত্মাতে সংস্কার ভরা থাকে। এখন তোমরা জানো আমরা বাবার কাছে রাজত্ব প্রাপ্ত করি শ্রীমৎ অনুসারে। বাপদাদা দুজনেই বলেন বাচ্চারা। দুজনেরই বাচ্চা বলার অধিকার আছে। আত্মাকে বলা হয় নিরাকারী বাচ্চারা আমাকে অর্থাৎ পিতাকে স্মরণ করো। আর কেউ বলতে পারেনা যে হে নিরাকারী বাচ্চারা, হে আত্মারা আমি পিতা , আমায় স্মরণ করো। বাবা আত্মাদের সঙ্গে কথা বলেন। এমন তো বলেনা হে পরমাত্মা আমি পরমাত্মা আমায় স্মরণ করো। বলেন, হে আত্মারা আমি পিতা আমায় স্মরণ করো তো এই যোগ অগ্নির দ্বারা তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। বাকি গঙ্গা স্নান করলে কেউ পাপ আত্মা থেকে পুন্য আত্মায় পরিণত হয়না। গঙ্গা স্নান করে ঘরে এসে আবার পাপ করে। এই বিকারের জন্যেই পাপ আত্মা হয়। এইসব কথা কেউ বোঝেনা। বাবা বোঝান যে এখন তোমাদের রাহুর গ্রহণ লেগে আছে। প্রথমে গ্রহণ হালকা হয়। এখন দান দাও তো গ্রহণ মিটবে। প্রাপ্তি অনেক বেশি। তাই পুরুষার্থও এমন করা উচিত তাইনা। বাবা বলেন আমি তোমাদের রাজার রাজা করব তাই আমাকে এবং স্বর্গের অধিকার স্মরণ কর। নিজের ৮৪ জন্মকে স্মরণ কর। সেইজন্যে বাবা নাম রেখেছেন " স্ব দর্শন চক্রধারী বাচ্চা । " সুতরাং স্ব দর্শনের জ্ঞানও চাই তাইনা।

বাবা বোঝান -- এই পুরানো দুনিয়া শেষ হবে। তোমাদের আমি নতুন দুনিয়ায় নিয়ে যাই। সন্ন্যাসী শুধু মাত্র ঘর সংসারকে ভুলে যায়, তোমরা সম্পূর্ণ দুনিয়াকে ভুলে যাও। এই কথাটি বাবা-ই বলেন যে অশরীরী হও। আমি তোমাদের নতুন দুনিয়ায় নিয়ে যাই তাই পুরানো দুনিয়া থেকে , পুরানো শরীর থেকে মায়া মমতা শেষ করো। নতুন দুনিয়ায় তোমাদের নতুন দেহ প্রাপ্ত হবে। দেখ, কৃষ্ণকে শ্যাম সুন্দর বলা হয়। সত্যযুগে কৃষ্ণ গৌর বর্ণ ছিল এখন শেষ জন্মে শ্যাম বর্ণে পরিণত হয়েছে। তাহলে এইরকম বলা হবে কিনা যে শ্যাম-ই সুন্দর হয় , আবার সুন্দর হয় শ্যাম। তাই

নামই রেখে দিয়েছে শ্যাম-সুন্দর। শ্যাম বর্ণ করে রাবণ এবং গৌর বর্ণ করেন পরম পিতা পরমাত্মা। ছবিতেও দেখান হয় যে আমি পুরানো দুনিয়াকে লাথি দিয়ে গৌর বর্ণে পরিণত হই। গৌর বর্ণের আত্মা স্বর্গের মালিক হয়। শ্যাম বর্ণের আত্মা নরকের মালিক হয়। আত্মা-ই গৌর বর্ণ এবং শ্যাম বর্ণে পরিণত হয়। এখন বাবা বলেন তোমাদের পবিত্র হতে হবে। তারা হঠ যোগী পবিত্র হতে অনেক হঠ অর্থাৎ পরিশ্রম জড়িত চেষ্টা করে । কিন্তু যোগ ছাড়া তো পবিত্র হওয়া সম্ভব নয় , নতুবা দন্ড ভোগ করে পবিত্র হতে হবে তাই বাবাকে স্মরণ করতে হবে এবং পাঁচ বিকারকেও পরাজিত করতে হবে। বাবা বলেন এই কাম বিকার আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ দেয়। যে বিকারকে পরাজিত করতে পারবেনা সে বৈকুন্ঠের রাজাও হতে পারবেনা তাই বাবা বলেন দেখ আমি পিতা, শিক্ষক, সদগুরু রূপে তোমাদের কত সু-কর্ম করতে শেখাই । যোগ বলের দ্বারা বিকর্ম বিনাশ করিয়ে বিকর্মজীত রাজায় পরিণত করি। বাস্তবে সত্যযুগের দেবী দেবতাদেরই বিকর্মজীত বলা হয়। সেখানে কোনো বিকর্ম তো হয়ই না। বিকর্মজীত যুগ এবং বিক্রম যুগ দুইটি হল আলাদা। এক রাজা বিক্রম চলে গেছে ও বিকর্মজীত রাজাও চলে গেছে। আমরা এখন বিকর্ম গুলিকে পরাজিত করছি। তারপরে দ্বাপর থেকে নতুন করে বিকর্ম গুলি আরম্ভ হয়। সুতরাং নাম রাখা হয়েছে রাজা বিক্রম। দেবতারা হল বিকর্মজীত। এখন আমরা সেই দেবতা স্বরূপে পরিণত হই তারপরে যখন বাম মার্গে প্রবেশ করা হয় তখন বিকর্মের খাতা আরম্ভ হয়ে যায়। এখানে বিকর্মের খাতা মিটিয়ে আমরা আবার বিকর্মজীত স্বরূপে পরিণত হই। সেখানে কোনো বিকর্ম হয়না। তাই বাচ্চাদের এত নেশা থাকা উচিত যে আমরা এখানে উঁচু ভাগ্যের অধিকারী হই। এইটি হল সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ভাগ্য নির্মাণের পাঠশালা। সৎসঙ্গে ভাগ্য নির্মাণের কথা থাকেনা। পাঠশালায় সর্বদা ভাগ্য নির্মাণ হয়। তোমরা জানো আমরা নর থেকে নারায়ণ অথবা রাজার রাজায় পরিণত হব। পতিত রাজারা পবিত্র রাজাদের পূজা অর্চনা করে। আমি তোমাদের পবিত্র করি। পতিত দুনিয়ায় তো রাজত্ব করবে না । আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ন স্মরণ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) বুদ্ধিতে স্ব দর্শন চক্রের জ্ঞান ধারণ করে, রাহু-র গ্রহণ থেকে মুক্ত হতে হবে। শ্রেষ্ঠ কর্ম ও যোগ বলের দ্বারা বিকর্মের খাতা শেষ করে বিকর্মজিত হতে হবে।

২) নিজের ভাগ্য উঁচু করতে পড়াশোনা একাগ্রতার সঙ্গে করতে হবে।

বরদান :- সাধনা এবং সাধনের ব্যালান্স দ্বারা নিজের উন্নতির প্রতি সচেতন থেকে আশীর্বাদের অধিকারী হও ।

ব্যাখা: সাধন গুলির আধার না নিয়ে সাধনার আধার কাজে লাগাও। কোনও সাধনকে আধার বস্তু কোরো না, কেননা আধার নড়চড় হলে উৎসাহ উদ্দীপনাও নড়চড় হয়ে যাবে, এর কারণ হল সাধনকে আধার ভাবলে বাবা মাঝখানে থাকেন না ফলে অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। সাধনের সাথে সাধনা হলে প্রতিটি কার্যে বাবার আশীর্বাদ অনুভব করবে এবং উৎসাহ উদ্দীপনাও কমবেনা।

স্লোগান – "যদি, কিন্তু" –– ইত্যাদির চক্র থেকে মুক্ত হতে বাবার মতন শক্তিশালী হও।